যাহা কিছু দেখি মোরা ঠিক সব নয়।
দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে ঠিক দেখা যায়।।
মহাজনে করে কৃপা মোহ যায় কাটি।
তবে তো আলোক জ্বলে নয়নেতে খাঁটি।।
দম্ভ দেখি ভন্ড কেহ ভয়ে দূরে যায়।
ফেলিয়া সুধার ভান্ড বিষপানে ধায়।।
দম্ভ পায় লক্ষ্মণ সে মনে নাহি ভয়।
প্রেমভক্তি গুণে তার প্রভু বাধ্য হয়।।
দুরন্ত ব্যাধির ভার তার ঘুচাইল।
রামচাঁদ ভয় পেয়ে কৃপা হারাইল।।
ভকত চরিত কথা অনাদি অপার।
দেবের অবোধ্য তাহা মানব কি ছার।।
যুধিষ্ঠির বড়কর্ত্তা সম্মানিত অতি।
বিশেষতঃ ধনশালী বহু প্রতিপত্তি।।
কায়স্থ, ব্রাহ্মণ আদি উচ্চজাতি কত।
যুধিষ্ঠিরে মান্য সবে করে অবিরত।।
কঠিন ব্যাধিতে তার মৃতপ্রায় প্রাণ।
ডাক্তার বৈদ্যের সাধ্য নহে তা' খন্ডন।।
প্লীহা যকৃতেতে তার পেট হল ভারী।
রাম ও গৌরসুন্দর কালিয়ায় বাড়ী।।
মহাপ্রাজ্ঞ কবিরাজ দুই মহামতি।
বলিয়া গিয়াছে তারা শেষের ভারতী।।
চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যাবে এই প্রাণ।
নিদান তন্ত্রেতে নাহি এ রোগের বিধান।।
শুনিয়া নিরাশা বাণী যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী।
কেন্দে বলে এ জীবনে কাজ আর কি।।
যদ্যপি স্বামীর মোর প্রাণত্যাগ হয়।
ত্যজিব-ত্যজিব আমি পরাণ নিশ্চয়।।
সাধ্বী-সতী এই নারী প্রেম-ভক্তিবতী।
হীরামন গোস্বামীতে ছিল নিষ্ঠারতি।।
অপূর্ব্ব ভক্তের রীতি বোঝা বড় ভার।
লক্ষ্মণে নৌকায় প্রভু সেই দিনে পার।।
মহাপ্রভু হীরামন গৃহেতে আসিল।
দেখিয়া রুক্মিণীদেবী আশান্বিত হল।।
ভাবে ভোর প্রেমলোর বহে প্রভুচক্ষে।
উলঙ্গ শিশুর প্রায় সবার সমক্ষে।।
তবেত রুক্মিণীমাতা স্নেহভক্তি দানে।
পরিচর্য্যা করে দেবী প্রভু হীরামনে।।
পুত্রসম স্নেহে দেবী হীরামনে ধরে।
আহার করায় দেবী ভাসি অশ্রু নীরে।।
অহারান্তে প্রভু তবে ঝুঁকে ঝুঁকে দোলে।
গললগ্নী-কৃতবাসে দেবী তবে বলে।।
'চিরকাল এ অধিনী তবপদে বাধ্য।
দেখিবে তুমি কি বাবা কন্যার বৈধব্য?
প্রেম-ভক্তিহীনা আমি অতিশয় দীনা।
কেবা তুমি কি রতন আমি তো চিনিনা।।
যদ্যপি বৈধব্য মোর লাগে তব ভাল।
সাথে সাথে পাপিনীকে মেরে তুমি ফেল।।'
স্তুতিবাক্য এ প্রকার কত যে কহিল।
নয়নের জলে তার বসন তিতিল।।
কান্না দেখি প্রভুমনে দয়া উপজিল।
আত্মবিস্মৃতের প্রায় কহিতে লাগিল।।
"বড় মানী যুধিষ্ঠির সর্ব্বলোকে কয়।
তোরে বাবা মান দেছে মারা উচিত নয়।।
তথাপি আমার মনে এইভাব হয়।
মেরে তোর রোগ সারি কপালে যা হয়।।
পুনঃ বলে বাবা যারে দিয়াছেন মান।
আমি কেন সেইজন করি অসম্মান।।
যা হোক তা হোক আমি হরিচাঁদ বলে।
বামপদে রোগ তোর দিব মুছে ফেলে।।
এতবলি কৃপাকরি গোস্বামী সুজন।
শিরে তার দিল পদ বিপদ ভঞ্জন।।
শিরহতে পদাবধি পদ বুলাইল।
স্পর্শমাত্রে যুধিষ্ঠির ব্যাধিমুক্ত হল।।